

Online Gaming/Gambling

সম্পর্কিত অপরাধ এবং তদন্ত কার্যক্রম

ইলিয়াস হোসেন

পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ)

স্পেশাল একশন গ্রুপ

কাউন্টার টেরোরিজম এ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম
ডিএমপি, ঢাকা।

+৮৮০১৯১৯৯৩৩২২১

saymeonline@gmail.com



জুয়া বা বাজী হচ্ছে এমন একটা খেলা যা লাভ বা লোকশানের মধ্যে ঝুলন্ত থাকে। জুয়া খেলায় মূলত নির্দিষ্ট পরিমানের অর্থ বা বস্তু (যা পুরস্কার হিসেবে ধার্য করা হয়) নির্ধারণ করা হয়। তারপর কোনো একটি বিষয়ে দুই পক্ষ চুক্তি করে হার জিত নির্ধারণ করে। যে পক্ষ হেরে যায় সে অপর পক্ষকে সেই নির্ধারিত অর্থ বা বস্তু প্রদান করে। এই খেলায় হেরে যাওয়া বা জিতে যাওয়াতে উভয় পক্ষেরই ঝুঁকি নিতে হয়। জুয়া খেলায় বিজয়ী পক্ষ পুরস্কারের অর্থ কখনো সাথে সাথে পেয়ে থাকে আবার কখনো তা পেতে দেরী হয়।

যদিও জুয়া খেলা প্রায় সব দেশেই আইন স্বীকৃত না। তবুও প্রতিনিয়তই এটি চলছে। ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী ৪৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলার পরিমান অর্থ জুয়া খেলায় ব্যবহৃত হয়েছে। যা ২০১৯ এ এসে ৪৯৫ বিলিয়ন মার্কিন মুদ্রায় এসে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে জুয়া একটি বড় মার্কেট দখল করে আছে।

জুয়া খেলার ইতিহাসঃ

প্রাচীন প্রস্তর যুগের আগেও জুয়া খেলার প্রচলন ছিল বলে ধারণা করা হয়। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ৩০০০ বছর পূর্বে ইরাক, সিরিয়া, তুরস্কের বিভিন্ন জায়গায় বাজী খেলা হত। ছয় পার্শ্ব বিশিষ্ট ছোট ছোট গুটি আকৃতির বস্তু দিয়ে, যা এখন পাশা নামে পরিচিত। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ১০০০ বছর পূর্বে চীন দেশে পশু লড়াইয়ের উপর বাজী ধরার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

১৬৩৮ সালে ইতালীর ভেনিসে প্রথম জুয়া খেলার আসর হয়।

ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতেও জুয়া খেলা বেশ প্রাচীন। ঘোড়াদৌড়ও জুয় খেলার জন্য জনপ্রিয় ছিল।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে জুয়াঃ

ইসলাম -

ইসলাম ধর্মে জুয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন--

"নিশ্চয় শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের পরস্পরে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়, সুতরাং তোমরা কি এগুলো থেকে বিরত থাকবে"? (সূরা মায়িদা, আয়াত-৯১)

হিন্দুধর্ম-

হিন্দুদের "মহাভারত" এ প্রাচীন ভারতে জুয়া খেলা বেশ জনপ্রিয় ছিল বলে জানা যায়।

ইহুদি-

প্রাচীন ইহুদি সম্প্রদায়েও জুয়াকে নিকৃষ্ট নজরে দেখা হত। এমনকি আদালতে কোনো জুয়ারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হত না।

খ্রিষ্টধর্ম-

খ্রিষ্টানদের অনেকে জুয়াকে বৈধ ও অনেক ধর্মযাজক অবৈধ ঘোষণা করেছে।

বর্তমান যুগে গেমিং অ্যাডিকশন, অনলাইন মোবাইল বা ভিডিও গেমের আসক্তিকে মানসিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। অন্যান্য নেশার মতো ইন্টারনেট বেশি ব্যবহার করা বা অধিক সময় ধরে অনলাইনে গেম খেলাও একটি আসক্তি। মানুষের মধ্যে এ ধরনের আসক্তিকে বলা হয় আচরণগত আসক্তি।

ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অব ডিজিজ ১১তম সংশোধিত সংস্করণে (আইসিডি-১১) 'গেমিং অ্যাডিকশন'কে এক মানসিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করেছে ২০১৮ সালের জুনে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে প্রকাশিতব্য আইসিডি-১১ শীর্ষক রোগনির্ণয় গাইড বুক এটি সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই অনলাইন গেম, মুঠোফোন, কম্পিউটার বা ভিডিও গেমের ক্ষতিকর ব্যবহারকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

বর্তমান বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় গেম বলতে গেলে 'ফ্রি ফায়ার এবং পাবজি' নামের দুটি গেম, যা আজকাল মাত্রাতিরিক্তভাবে খেলতে দেখা যায়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ফ্রি ফায়ারের ৫০০ মিলিয়নের বেশি নিবন্ধিত ব্যবহারকারী রয়েছে। অন্যদিকে পাবজি গেমটিরও মোবাইল ডাউনলোড প্রায় ২৩৬ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে

বিশ্বজুড়ে একটি জরিপে দেখা গেছে, কিশোর ও তরুণদের মধ্যে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ ইন্টারনেট গেমিংয়ে আসক্তিতে ভুগছেন। যাঁদের মধ্যে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ হচ্ছে কিশোর আর ১ দশমিক ৩ শতাংশ কিশোরী। (জেওয়াউ ফ্যাম, ২০১৮)

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসির তথ্যমতে, ২০১৯ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশে প্রায় ৯ কোটি ৩৭ লাখ মানুষ ইন্টারনেটে যুক্ত হয়। ২০১৬ সালের এক তথ্যমতে, ৩৫ শতাংশ হচ্ছে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী, অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর কিশোরী। এরাই কিন্তু বর্তমান গেমিংয়ে বেশি আসক্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

<https://nagorik.prothomalo.com/অনলাইন-গেম-আসক্তি-বেরিয়ে-আসা-কি-কঠিন>



বাংলাদেশী অনলাইন কেসিনো <https://casinority.com/bd/>
<https://mobilecasinorank.com/bangladesh/>

জুয়া সম্পর্কিত আইনি ভাষ্যঃ

২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাইকোর্টে ৫৬টি রিট করেছিল বাংলাদেশের অভিজাত ক্লাবগুলো। এসব রিটে তারা পুলিশের অভিযান ঠেকাতে শুধু 'ইনডোর গেমস' চালুর সপক্ষে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে।

সংবিধানের ১৮ (২) অনুচ্ছেদে নৈতিকতা রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, “গণিকার্ত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।”

আর ১৮৬৭ সাল থেকে চালু 'প্রকাশ্য জুয়া আইন' বলছে, কেউ টাকার বিনিময়ে বাজি বা জুয়ার আসর বসালে এবং কেউ তাতে অংশ নিলে তা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ।

১৮৬৭ সালের জুয়া আইনে ঢাকা মহানগরীর বাইরে জুয়া খেলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এই আইনে সাজার পরিমাণ খুবই নগন্য, মাত্র ২০০ টাকা জরিমানা ও ৩ মাসের কারাদণ্ড। আবার মহানগরের ভেতরে জুয়া খেললে ওই আইন ও পুলিশ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ নেই।

ধারা-১ (সংজ্ঞা)

'ক্রীড়া' শব্দ দ্বারা জুয়া বা বাজী ধরা বুঝাইবে (কেবল ঘোড়দৌড়ের জন্য উপর ধরা বা জুয়া খেলা ব্যতীত), যখন উক্ত জুয়া বা বাজী অনুষ্ঠিত হয়ঃ

(ক) অনুরূপ ঘোড়দৌড়ের দিনে,

(খ) এমন স্থানে যাহা সরকারী অনুমোদন লইয়া স্টুয়ার্ডরা ঘোড়দৌড়ের জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়াছে এবং

(গ) (১) একটি লাইসেন্সযুক্ত বুক মেকারসহ; অথবা (২) ১৯২২ সালের বঙ্গীয় প্রমোদকর আইনের ১৪ ধারার সংজ্ঞানুসারে টোটলাইজটরের দ্বারা, কিন্তু লটারী উহার অন্তর্ভুক্ত নহে;

খেলার কাজে ব্যবহৃত যেকোনো হাতিয়ার বা সামগ্রী "ক্রীড়া সামগ্রী" শব্দের অন্তর্গত এবং

"সাধারণ ক্রীড়া ভবন" অর্থ যেকোনো ঘর, কক্ষ, তাঁবু বা প্রাচীর বেষ্টিত স্থান, বা প্রাঙ্গণ বা গাড়ি অথবা যেকোন স্থানে যেখানে মালিকের, রক্ষকের বা ব্যবহারকারীর মুনাফা বা উপার্জনের জন্য যেকোনো ক্রীড়াসামগ্রী বা অন্য কিছু ভাড়া বা অর্থের বিনিময়ে রাখা বা ব্যবহৃত হয়।

ধারা -২ (আইন ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের ক্ষমতা)

সরকার যখন প্রয়োজন মনে করিবেন তখনই সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বাংলাদেশের যেকোন বৃহৎ ক্ষুদ্র শহরে বা স্থানে এই আইনের সমন্ড বা যেকোনো ধারা সম্প্রসারিত করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে সরকার অনুরূপ শহরের বা স্থানের সীমার নির্ধারণ করিতে এবং মাঝে মাঝে উক্ত সীমানা রদবদল করিতে পারিবেন ।

ধারা -৩ (দ)

এই আইনের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো ঘর, তাঁবু, কক্ষ, প্রাঙ্গণ বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের মালিক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবহারকারী হিসাবে অনুরূপ স্থানকে সাধারণ জুয়ার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত করিতে দিলে; এবং

উপরোক্ত ঘর, তাঁবু, কক্ষ, প্রাঙ্গণ বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের মালিক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবহারকারী হিসাবে যেকোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে বা স্বেচ্ছায় অন্য লোককে, উক্ত স্থানকে সাধারণ জুয়ার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত করিতে দিলে; এবং

যে কেহ বর্ণিত স্থানকে উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কাজে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করিলে অথবা যেকোনভাবে সাহায্য করিলে; এবং

অনুরূপ গৃহের, তাঁবুতে, কক্ষে, প্রাঙ্গণে বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে যে কেহ জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদান বা নিয়োজিত করিলে অভিযুক্ত হইয়া যেকোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারে সোপর্দ হইবে এবং অনূর্ধ্ব দুইশত টাকা পর্যন্ত জরিমানায় এবং পেনাল কোডের সংজ্ঞানুসারে অনূর্ধ্ব তিন মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে ।

ধারা-৪ (সাধারণ ক্রীড়াভবনে উপস্থিত থাকার শাস্তি)

অনুরূপ ঘরে, কক্ষে, তাঁবুতে, প্রাঙ্গণে বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে তাস, পাশা, কাউন্টার অর্থ বা অন্য যেকোনো সরঞ্জামসহ যেকোনো ব্যক্তিকে ক্রীড়ারত বা উপস্থিত দেখিতে পাওয়া গেলে যেকোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অনূর্ধ্ব এবশত টাকা পর্যন্ত জরিমানায় অথবা পেনাল কোড অনুসারে সর্বোচ্চ এক মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে যেকোনো সাধারণ ক্রীড়াভবনে খেলা চলাকালে কোনো লোক উপস্থিত থাকিলে সেও উক্ত উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

ধারা -৫ (প্রবেশ করা ও পুলিশ কর্তৃক তল্লাশী চালাইবার ক্ষমতা)

কোনো জেলার কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোনো অফিসার অথবা জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাইয়া এবং প্রয়োজন মনে করিলে যথোচিত তল্লাশি চালাইয়া যদি মনে করেন যে, অনুরূপ ঘর, তাঁবু, কক্ষ, প্রাঙ্গণ বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে সাধারণ ক্রীড়া ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে তিনি নিজে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণীর যেকোনো

পুলিশ অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করিলে সেই পুলিশ অফিসার প্রয়োজনীয় সাহায্যকারীসহ অনুরূপ গৃহে, তাঁবুতে, কক্ষে প্রাক্ষণে অথবা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে দিনে বা রাত্রে যেকোনো সময় (প্রয়োজন হইলে শক্তি প্রয়োগ করে) প্রবেশ করিতে এবং ঐ সময় উক্ত স্থান ত্রীড়ারত ব্যক্তিগণকে নিজে অথবা ভারপ্রাপ্ত অফিসার গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং জুয়া খেলার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী আটক করিতে পারিবেন; এবং জুয়া খেলার কোনো সামগ্রী লুক্কায়িত রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে তিনি নিজে অথবা ভারপ্রাপ্ত অফিসার অনুরূপ গৃহের, তাঁবুর, প্রাক্ষণের বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের যেকোন অংশে এবং আটককৃত যেকোনো ব্যক্তির দেহ তল্লাশি চালাইতে পারিবেন; এবং নিজে অথবা ভারপ্রাপ্ত অফিসার অনুরূপ তল্লাশি দ্বারা প্রাপ্ত জুয়া খেলার যেকোনো সামগ্রী আটক করিতে পারিবেন ।

ধারা -৬ (সন্দেহজনক গৃহে তাস ইত্যাদি পাওয়া গেলে তদ্বারা প্রমাণিত হইবে যে উক্ত গৃহ সাধারণ জুয়ার আখড়া)

যখন তল্লাশিকৃত কোনো গৃহে, তাঁবুতে, কক্ষে, প্রাক্ষণে বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে কোনো তাস, পাশা, খেলার টেবিল, বোর্ড বা অন্যান্য জুয়ার সামগ্রী পাওয়া যাবে অথবা তল্লাশির সময় আটককৃত ব্যক্তিদের দেহ তল্লাশি করে অনুরূপ কোনো সামগ্রী পাওয়া যাইবে তখন বিপরীত প্রমাণিত না হইলে উক্ত সামগ্রীই প্রমাণ করবে যে, সংশ্লিষ্ট গৃহ, তাঁবু, কক্ষ, প্রাক্ষণ বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থান জুয়ার আখড়া হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট বা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার স্বচক্ষে খেলিতে না দেখিলেও তল্লাশিকালে উক্ত স্থানে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা সকলেই জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে সেখানে অবস্থান করিতেছিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

ধারা -৭ (মিথ্যা নাম বা ঠিকানা প্রদানের দণ্ড)

এই আইনের অধীনে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসার কোনো সাধারণ জুয়ার আখড়ায় প্রবেশ করে কোনো ব্যক্তিকে উপস্থিত দেখিতে পাইয়া তাহাকে গ্রেফতার করিলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি স্বীয় নাম-ঠিকানা জানাইতে অস্বীকার করিলে অথবা মিথ্যা নাম বা ঠিকানা প্রদান করিলে অনূর্ধ্ব পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাব্যস্ত করিলে যেকোনো যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ ক্ষতিপূরণও প্রদান করিবে এবং অনুরূপ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ না করিলে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সর্বোচ্চ একমাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা -৮ ক্রীড়া সামগ্রী বিনষ্টকরণঃ

ম্যাজিস্ট্রেট কোনো ব্যক্তিকে সাধারণ জুয়ার আখড়া রক্ষণাবেক্ষণের দায়ে অথবা জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত থাকার জন্য দন্ড প্রদান করিবার পর উক্ত স্থানে প্রাপ্ত যাবতীয় জুয়ার সামগ্রী ধ্বংস করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত স্থানে প্রাপ্ত যেকোনো অর্থ বা জামানতের টাকা বা অন্যান্য ক্রীড়াসামগ্রী বাজেয়াফত করিবার বা ক্রীড়াসামগ্রী বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং অনুরূপ সংগৃহীত সমুদয় অর্থ বাজেয়াফত হইবে অথবা নিজ বিবেচনায় যথার্থ মনে করিলে উহার যেকোনো অংশ উহার পাওনাদারকে প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন ।

ধারা -৯ (প্রমাণ অপ্রয়োজনীয়)

সাধারণ জুয়ার আখড়া রক্ষণাবেক্ষণ অথবা উহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে দন্ডিত করিবার জন্য উক্ত স্থানে তাহাকে জুয়া খেলারত অবস্থায় দেখিবার প্রয়োজন নাই ।

ধারা-১১ (প্রকাশ্য স্থানে পশু-পক্ষীর লড়াই)

কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকাশ্য রাস্তায়, বাজারে, মেলায় বা প্রকাশ্য স্থানে কোনো পশুকে বা পক্ষীকে লড়াইতে নিয়োজিত করিলে উক্ত এলাকায় এখতিয়ার প্রাপ্ত যেকোনো পুলিশ অফিসার বিনা-পরোয়ানায় তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন;

অথবা উক্ত স্থানে অনুরূপ পশু বা পক্ষীর প্রকাশ্য লড়াইতে সাহায্যকারী যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন ।

অনুরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর অনতিবিলম্বে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে হইবে এবং সেই ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অনধিক পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানায় অথবা অনধিক এক মাস পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডনীয় হইবে; এবং

অনুরূপ পুলিশ অফিসার প্রকাশ্যে স্থানে উক্তরূপে নিয়োজিত পক্ষী বা পশু বা সরঞ্জাম অথবা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত উক্ত পক্ষী বা পশু বা সরঞ্জাম আটক করিতে পারিবেন এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে দন্ডদানের পর ম্যাজিস্ট্রেট অনুরূপ সরঞ্জাম তৎক্ষণাত ধ্বংস করিবার এবং অনুরূপ পশু বা পক্ষী বিক্রয় করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন ।

ধারা -১১-ক (দৈহিক কসরতের খেলা দেখান যাইবে)

কেবলমাত্র দৈহিক কসরত দেখাবার জন্য কোনো প্রকাশ্য স্থানে কোনো খেলা দেখান হইলে তাহার উপর এই আইন প্রযোজ্য হইবে না ।

ধারা -১২ (অপরাধের বিচারক)

এই আইনের অধীনে কৃত অপরাধের বিচার সংশ্লিষ্ট স্থানে এখতিয়ার রহিয়াছে এইরূপ যেকোনো ম্যাজিস্ট্রেট করিতে পারিবেন ।

কিন্তু জরিমানার পরিমাণ বা দন্ডের মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুরূপ ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানের দ্বারা সীমাবদ্ধতা আরোপিত হইবে ।

ধারা -১৩ (পরবর্তী আপরাধের জন্য দায়ী)

কোনো ব্যক্তি এই আইনে একবার দন্ডিত হইবার পর পুনরায় এই আইনের অধীনে অপরাধ করিলে তজ্জন্য তাহার দন্ডের পরিমাণ দ্বিগুণ হইবেঃ

শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া ছয়শত টাকার অধিক জরিমানায় অথবা এক বছরের অধিককালের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে না ।

ধারা-১৫ (দন্ডবিধির অনুসার সংজ্ঞায়িত "অপরাধ" শব্দের ব্যবহার)

এই আইনের দ্বারা দন্ডনীয় যেকোনো কাজ দন্ডবিধির অর্থের অধীনে 'অপরাধ' বলিয়া গণ্য হইবে ।

আগেকার দিনে সরাসরি জুয়া খেলার আয়োজন হত; বিজয়ী-পরাজিত নগদ অর্থ লেন-দেন করত। আধুনিক যুগে এমন আর সরাসরি জুয়ার আসর বসেনা; ভার্চুয়ালী / অনলাইনে জুয়াড়ীরা জুয়া খেলে। বিজীত-পরাজীত নগদ অর্থের পরিবর্তে ভার্চুয়াল কারেন্সী/ ক্রিপ্টোকারেন্সীর (কয়েন/বিট কয়েন) মাধ্যমে লেন-দেন করে থাকে।

ভার্চুয়াল কারেন্সী/বিট কয়েন/ক্রিপ্টো কারেন্সী এর বিভিন্ন নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল।

SL No.	Release	Currency	Symbol	Founder(s)
01	2009	Bitcoin	BTC, XBT, ₿	Satoshi Nakamoto
02	2011	Litecoin	LTC, Ł	Charlie Lee
	2011	Namecoin	NMC	Vincent Durham
03	2012	Peercoin	PPC	Sunny King (pseudonym)
04	2013	Dogecoin	DOGE, XDG, Ð	Jackson Palmer & Billy Markus
05	2013	Gridcoin	GRC	Rob Hälford
06	2013	Primecoin	XPM	Sunny King (pseudonym)
07	2013	Ripple	XRP	Chris Larsen & Jed McCaleb
08	2013	Nxt	NXT	BCNext (pseudonym)
09	2014	Auroracoin	AUR	Baldur Odinson (pseudonym)
10	2014	Dash	DASH	Evan Duffield & Kyle Hagan
11	2014	NEO	NEO	Da Hongfei & Erik Zhang
12	2014	MazaCoin	MZC	BTC Oyate Initiative
13	2014	Monero	XMR	Monero Core Team
14	2014	Titcoin	TIT	Edward Mansfield & Richard Allen
15	2014	Verge	XVG	Sunerok
16	2014	Stellar	XLM	Jed McCaleb
17	2014	Vertcoin	VTX	David Muller
18	2015	Ethereum	ETH	Vitalik Buterin
19	2015	Ethereum Classic	ETC	
20	2015	Nano	Nano	Colin LeMahieu

SL No.	Release	Currency	Symbol	Founder(s)
21	2015	Tether	USDT	Jan Ludovicus van der Velde
22	2016	Zcash	ZEC	Zooko Wilcox
23	2017	Bitcoin Cash	BCH	
24	2017	EOS.IO	EOS	Dan Larimer
25	2017	Cardano	ADA, A	Charles Hoskinson

Inactive currencies

SL No.	Release	Currency	Symbol	Founder(s)
	2014	Coinye	KOI, COYE	
01	2017	BitConnect	BCC	
02	2018	Kodak-Coin		Kodak and WENN Digital
03	2018	Petro		Venezuelan Government
04		OneCoin		Ruja Ignatova and Stephen Greenwood

আলামত জন্ম পূর্বক পরীক্ষাকালীন যে কমন প্রশ্নটি করতে হবে তা হল- আলামতে উল্লেখিত কারেন্সীর ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি আছে কিনা?

আলামতে উল্লেখিত কারেন্সীর আইডির মাধ্যমে পয়েন্ট বা কয়েন ক্রয় করে জুয়া খেলেছেন কি না?

অনলাইন গেমিং মামলায় যা করতে হবে

১। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তার সকল অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম এর আইডি পাসওয়ার্ড পরিবর্তন পূর্বক নিয়ন্ত্রনে নিতে হবে। অনলাইন গেম খেলার জন্য ব্যবহৃত স্মার্ট ফোন বা ল্যাপটপ/ডেস্কটপ জব্দ করতে হবে।

২। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তার জানানমতে অন্য কে কে এই গেম খেলে তার তথ্য নিয়ে যাচাইপূর্বক গ্রেফতার করতে হবে। অন্যান্যদেরও অনলাইন গেম খেলায় ব্যবহৃত স্মার্ট ফোন বা ল্যাপটপ/ডেস্কটপ জব্দ করতে হবে।

৩। অভিযুক্তরা কার নিকট থেকে নগদ/ ব্যাংকিং একাউন্ট/ক্রেডিট কার্ড/ভিসা কার্ড/মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টের মাধ্যমে অন লাইন গেম খেলার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সী ক্রয় করে তার তথ্যাদি নিয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সী বিক্রেতাকে প্রেফতার করতে হবে। ক্রিপ্টোকারেন্সী বিক্রেতার ক্রিপ্টোকারেন্সী বিক্রির কাজে ব্যবহৃত সকল অনলাইন আইডি জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জেনে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন পূর্বক নিয়ন্ত্রনে নিতে হবে এবং ব্যবহৃত স্মার্ট ফোন বা ল্যাপটপ/ডেস্কটপ জব্দ করতে হবে।

৪। অনলাইন ক্রিপ্টোকারেন্সী বিক্রেতার নিকট থেকে জানতে হবে তার গ্রাহকরা ক্রিপ্টোকারেন্সী ক্রয়ের জন্য কোন ধরনের একাউন্টে টাকা পাঠান, জানার পরে ঐ একাউন্টের নম্বর সহ সংশ্লিষ্ট ডিভাইস জব্দ করতে হবে।

৫। যারা নতুন অনলাইন গেমিং/গ্যাম্বলিং প্ল্যাটফর্মে আসছে তাদের অধিকাংশের ডিভাইসে বিভিন্ন ধরনের টিউটোরিয়াল, যা এক জন অনলাইন গেমিং/গ্যাম্বলিং এর খেলোয়াড় হিসেবে প্রমানে সহায়ক হবে।

অনলাইন গেমিং মামলায় যা প্রমান করতে হবে

মামলায় প্রমান করতে হবে অনলাইনে খেলার জন্য অবৈধভাবে নগদ/ ব্যাংকিং একাউন্ট/ক্রেডিট কার্ড/ভিসা কার্ড/মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট এর দ্বারা পেমেন্টের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সী ক্রয় করেছে কিনা?

নগদ/ ব্যাংকিং একাউন্ট/ক্রেডিট কার্ড/ভিসা কার্ড/মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট এর দ্বারা পেমেন্টের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সী ক্রয় করা অপরাধ যা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০ ধারার অপরাধ।

এছাড়াও অনলাইনে এডাল্ট গেমিংয়ে পর্ন ভিডিও এবং ছবি পাওয়া যাবে যা পর্নগ্রাফী নিয়ন্ত্রন আইন ২০১২ এর ৪ ধারা মতে নিষিদ্ধ। পর্ন ভিডিও এবং ছবি সংরক্ষনের অপরাধে পর্নগ্রাফী নিয়ন্ত্রন আইন ২০১২ এর ৮(৫)(গ) ধারার ক্ষমতাবলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল; সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমার উল্লেখিত পদ্ধতির পরেও আরও উপায় থাকতে পারে। অপরাধ কিভাবে, কে, কখন করেছে নিয়ে তা নিয়ে আমার কাজ করার

সময়ের পরে উক্ত অপরাধ করার ধরণ ও মামলা পরবর্তী সময়ে অপরাধী নির্ণয় নিয়ে কাজ করার ধরণ/পদ্ধতি আমার লেখায় উল্লেখিত সমাধানের সাথে নাও মিলতে পারে।

-আপনাদের মূল্যবান সময় আমার সাথে

কাটানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ-